YPF
YOUTH POLICY FORUM
PEOPLE • POLICY • PROGRESS
• FOR A BANGLADESH BETTER SERVED •

actionaid

# ইয়ুথ ম্যানিফেস্টো

## ভবিষ্যতের বাংলাদেশ নিয়ে তরুণদের প্রত্যাশা

ইয়ুথ পলিসি ফোরাম এবং একশনএইড বাংলাদেশ
এর একটি যৌথ উদ্যোগ

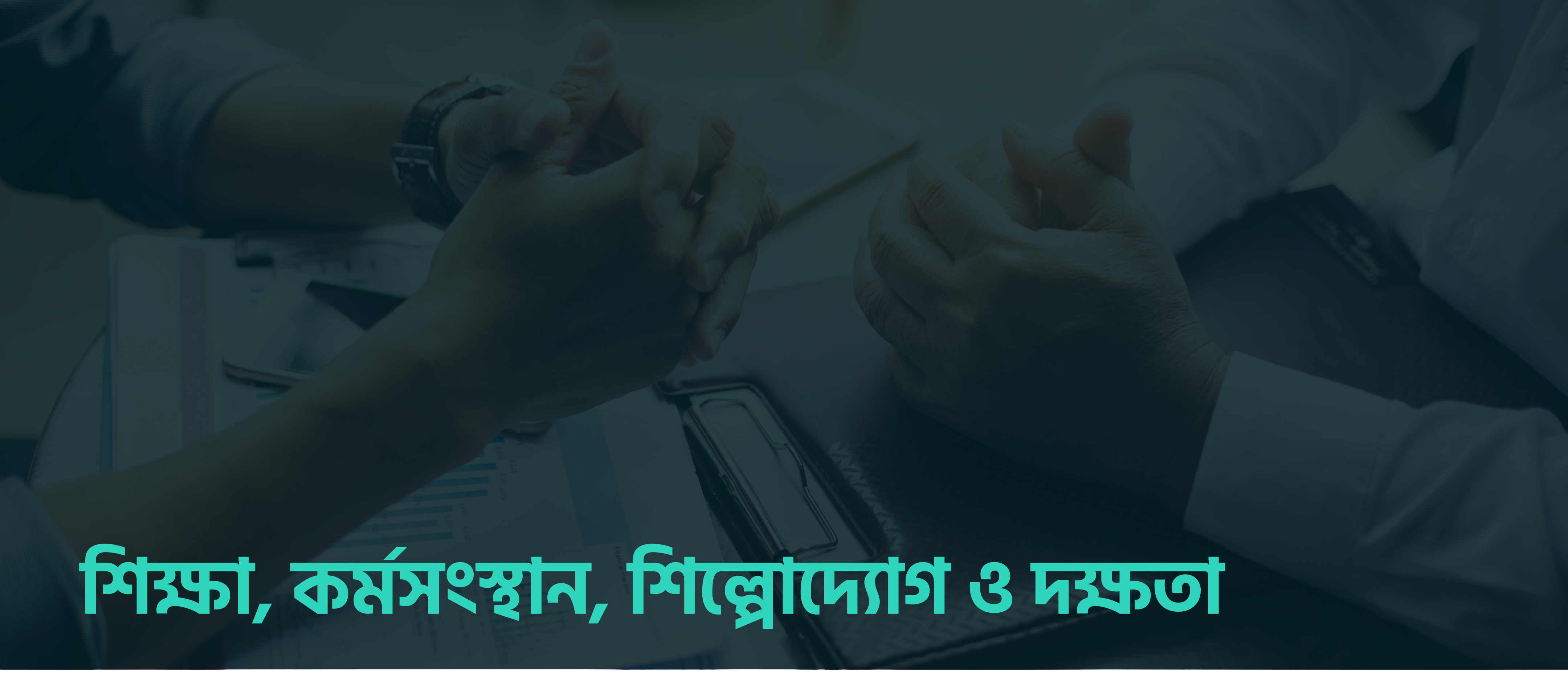

# শিক্ষা, কর্মসংস্থান, শিল্পোদ্যোগ ও দক্ষতা

- বিদ্যমান পাঠ্যক্রম ও পাঠদান পদ্ধতিসহ সামগ্রিক শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হবে।
- বাস্তবমুখী শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করতে হবে।
- কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে কারিগরী শিক্ষা এবং আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।
- ব্যবসা শুরুর ধাপগুলো সহজীকরণ করতে উদ্যোক্তা-বান্ধব সুর্নিদিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
- দক্ষতা উন্নয়ন এবং অর্থায়ন বিষয়ক সহায়তার মাধ্যমে তরুণ সমাজকে সবুজ শিল্পোদ্যোগে উৎসাহিত করতে হবে।
- মধ্যম আয়ের ফাঁদ এড়াতে অর্থনীতির বৈচিত্র্যকরণ এবং গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের প্রসারের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি একটি আশংকাজনক অবস্থানে পৌঁছেছে। বিশেষত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৬ শতাংশ শিক্ষার্থী স্নাতক পাশের পর বেকার থাকছেন (সূত্রঃ বিআইডিএস) যা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়।

ইয়ুথ ম্যানিফেস্টো জরিপে অংশ নেওয়া ৮৬% তরুণ মনে করেন বাংলাদেশের বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা তরুণদের চাকরির বাজার বা আত্মকর্মসংস্থানের জন্য উপযোগী করে গড়ে তুলছে না। ৬২% তরুণ মনে করেন পাঠ্যক্রমে সামঞ্জস্যতা না থাকা ও পাঠদানের মান যুগোপযোগী না হওয়া আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক সমস্যা এবং ৭৭% তরুণ মনে করেন বাস্তবমুখী শিক্ষা, দক্ষতা অর্জন এবং আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক সুযোগের অভিগম্যতা সামগ্রিকভাবে বেকার সমস্যা দূরীকরণে সহায়তা করবে।

# দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষা

- কৃষির আধুনিকায়নে ঋণ, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে সিন্ডিকেট এবং অবৈধ পণ্য মজুতকরণ দূর করে সরবরাহ ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার বন্ধ এবং খাদ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।
- সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত তরুণদের সহায়তা প্রদান করতে হবে - এটি হতে পারে সরাসরি আর্থিক সহায়তা, মৌলিক প্রয়োজন পূরণের অথবা নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়ক পদক্ষেপ।

৯৫% অংশগ্রহণকারী দাবি করেন সাম্প্রতিক মূল্যস্ফীতি তাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পর্যায়ে আঘাত করেছে। তাদের মধ্যে ৬৩% অংশগ্রহণকারী মনে করেন এই সময়ে দ্রব্যমূল্যের লাগাম টেনে ধরা যেতো যদি সিন্ডিকেট ও পণ্য মজুতকরণ বন্ধ করে সরবরাহ ব্যবস্থার কার্যকারিতা বজায় রাখা হতো।

# স্বাস্থ্যসেবা এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য

- জনস্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগের যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে।
- প্রান্তিক পর্যায়ে সরকারি স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং জনবলের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- বিস্তৃত যৌন শিক্ষার প্রসার নিশ্চিত করতে হবে এবং মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থায় এই বিষয়ে পাঠদান নিশ্চিত করতে শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তরুণদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকারি সেবার সক্ষমতা ও পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে।

জরিপে অংশগ্রহণকারী ৮২% তরুণ তাদের এলাকায় প্রাপ্ত সরকারি স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। তারা স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং প্রান্তিক অঞ্চলে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও জনবলের উপস্থিতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

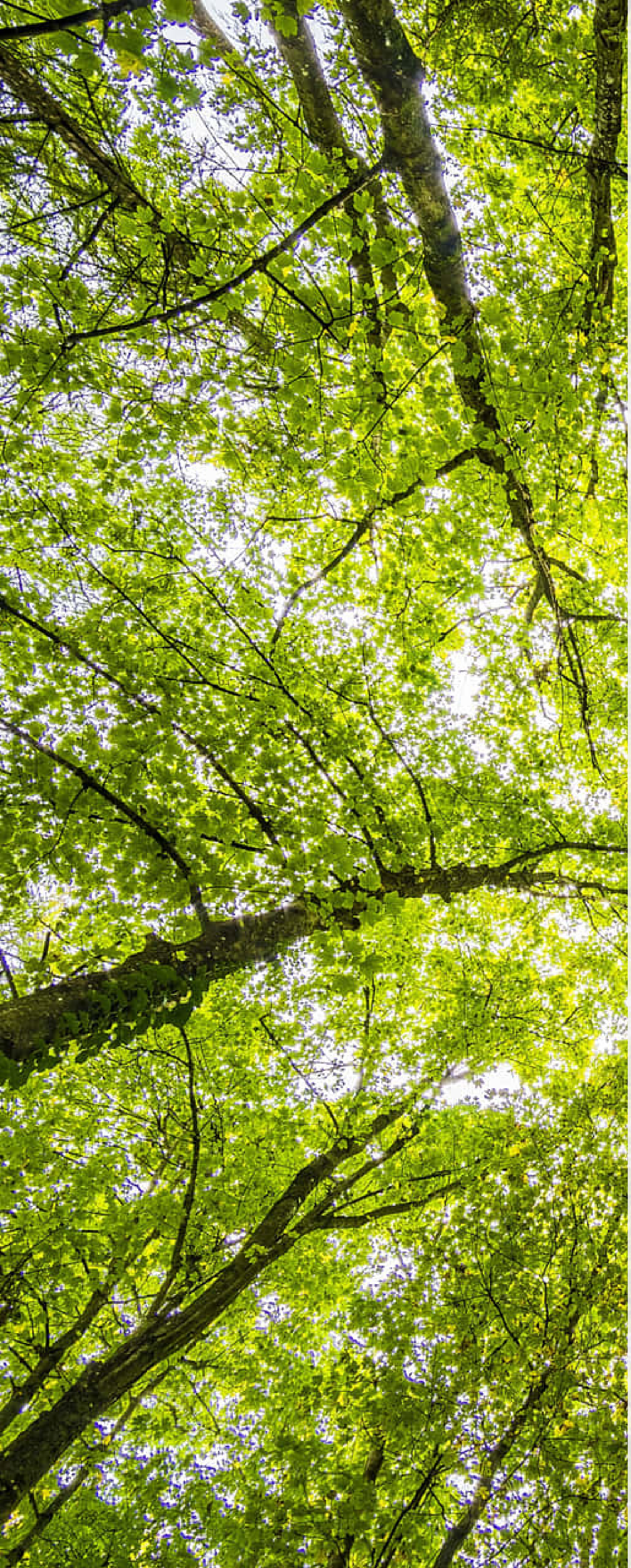

# পরিবেশ ও জলবায়ু কর্মসূচি

- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় তহবিল বৃদ্ধি করতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করতে হবে।
- পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে প্রণোদনা প্রদান করতে হবে।
- পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে ইতোমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ঝুঁকির মুখে থাকা অঞ্চলের জনগোষ্ঠীদের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুচ্যুত এবং ঝুঁকিতে থাকা তরুণদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- চর উন্নয়ন বোর্ড গঠন করতে হবে।
- বায়ু এবং শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে প্রধান শহরগুলোর বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে।

জরিপে অংশগ্রহণকারী ৯০% তরুণ জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অবগত আছেন এবং তারা এই বিষয় সম্পর্কিত সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। ৭৬% তরুণ আরও মনে করেন বাংলাদেশের এখন পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করা উচিত বা বিনিয়োগ উৎসাহিত করা উচিত।

# জ্বালানি ও অবকাঠামো

- অনবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার লক্ষ্যে সর্বক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।
- প্রাসঙ্গিক দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে Just Transition প্রক্রিয়ায় তরুণদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য সেবার সুযোগ-সুবিধাকে আরো উন্নত করতে অবকাঠামো ও যোগাযোগ মাধ্যম স্থাপন করতে হবে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনযাপনকে সহজ করার লক্ষ্যে জন অবকাঠামোগুলোকে প্রতিবন্ধী বান্ধব করে গড়ে তুলতে হবে।

৭০% তরুণ অনবায়নযোগ্য শক্তির উপর বাংলাদেশের নির্ভরশীলতার পক্ষে নন। তারা মনে করেন বাংলাদেশের উচিত অনবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার পর্যায়ক্রমে বন্ধের লক্ষ্যে কাজ করা। এফজিডিতে অংশ নেওয়া তরুণরা অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত বলে মনে করেন।

# তথ্য প্রযুক্তি

- অনলাইনে সরকারি সেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্মগুলোকে সেবাগ্রহীতা-বান্ধব করতে হবে এবং নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে।
- শহর ও গ্রামীন অঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান ডিজিটাল ডিভাইড দূর করতে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।
- ইন্টারনেট প্যাকেজ এর মূল্যহ্রাস করতে ভ্যাট ও ট্যাক্স এর হার সমন্বয় করতে হবে।
- নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক তরুণদের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে সাইবার বুলিয়িং রোধ করতে হবে।
- প্রান্তিক পর্যায়ে স্টার্টআপ এবং ফ্রিল্যান্সার তৈরি করতে অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদান ও প্রাসঙ্গিক জ্ঞান বিতরণের মতো পদক্ষেপ নিতে হবে।

গত এক দশকে তথ্য প্রযুক্তিখাতে বাংলাদেশ দ্রুত উন্নতি করলেও বাংলাদেশ ১৯৩ টি দেশের মধ্যে ই-সার্ভিস ডেলিভারিতে ১১৫তম অবস্থানে আছে যা এই খাতে বাংলাদেশের আরও দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়ার বিষয়টি নির্দেশ করে।

ইয়ুথ ম্যানিফেস্টো জরিপে প্রায় ৬৪% তরুণ দাবি করেছেন তারা অনলাইনে প্রাপ্ত ই-সার্ভিস নিয়ে সন্তুষ্ট নন। তাছাড়া, ৫০% তরুণ এই খাতে আরও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রয়োজন আছে বলে জানিয়েছেন।

# জেন্ডার ও অন্তর্ভুক্তি

- নারীর প্রতি লিঙ্গভিত্তিক, পারিবারিক এবং যৌন সহিংসতা রোধে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে এবং আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আইনের সংস্কার ও স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণের পথ সুগম করতে নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধি করতে হবে।
- ট্রান্সজেন্ডার গোষ্ঠীর জন্য গুণগত শিক্ষা এবং অর্থপূর্ণ কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।
- আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য স্কুল, হাসপাতাল এবং অন্যান্য জরুরি অবকাঠামো স্থাপন করতে হবে।
- জাতীয় নির্বাচনে সরাসরি প্রতিযোগিতার জন্য আরো বেশি নারী প্রার্থীদের মনোনীত করতে হবে।

ইউনিসেফ এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের ৫৮% এর বেশি তরুণী বাল্যবিবাহের শিকার হয়ে থাকেন। এফজিডি আলোচনায় এবং অফলাইন জরিপে অংশগ্রহণকারী তরুণ-তরুণীরা বাল্যবিবাহ বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ দেখতে চেয়েছেন। তাছাড়া, সামগ্রিকভাবে নারীদের জন্য সহায়ক কর্মক্ষেত্রের দাবি তুলেছেন।

# যুব উন্নয়ন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

- সুযোগ বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে প্রান্তিক তরুণদের সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে হবে।
- তরুণদের মধ্যে জননীতি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ জননীতি প্রণয়নের পূর্বে সকল পর্যায়ের তরুণদের মতামত নিতে হবে।
- রাজনৈতিক দলগুলোর নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় তরুণদের সম্পৃক্ত করতে হবে।
- ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।
- শহরে খেলার মাঠ এবং চিত্তবিনোদনের স্থান বৃদ্ধি করতে হবে।

৭৭% তরুণ মনে করেন বাংলাদেশের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। এফজিডিগুলোর আলোচনায় তরুণরা ঢাকা-কেন্দ্রিক সুযোগের সংখ্যা বেশি বলে অভিযোগ করেছেন এবং সুযোগের সমতা নিশ্চিতে তারা সুযোগের বিকেন্দ্রীকরণের দাবি তুলেছেন।

# সরকারি পরিষেবা

- দুর্নীতি প্রতিরোধে জনসেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলোকে নজরদারির আওতায় আনতে কঠোর মনিটরিং এবং ইভ্যালুয়েশন সিস্টেম প্রণয়ন করতে হবে।
- নাগরিক অভিযোগের দ্রুত সমাধানের জন্য জাতীয় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং জনসেবা প্রদানের উন্নয়নে নাগরিক ও নীতিনির্ধারকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া আদান-প্রদানের সুযোগ তৈরি করতে হবে ।
- সেবাগ্রহীতাদের সরকারি পরিষেবা গ্রহণের অভিন্ন অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

# গবেষনা পদ্ধতি: ইয়ুথ ম্যানিফেস্টো

**অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্র:** ইয়ুথ ম্যানিফেস্টো জরিপে মিক্সড মেথড রিসার্চ অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করা হয়েছে যাতে সারা বাংলাদেশের তরুণদের কাছ থেকে প্রায় ৯টি নীতিগত ক্ষেত্র নিয়ে বিস্তৃত অভিমত সংগ্রহ করা হয়। এই নয়টি নীতিগত ক্ষেত্র হলো :

- শিক্ষা, কর্মসংস্থান, শিল্পোদ্যোগ ও দক্ষতা
- দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষা
- জলবায়ু কর্মসূচি
- জ্বালানি ও অবকাঠামো
- তথ্য প্রযুক্তি
- স্বাস্থ্যসেবা এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য
- জেন্ডার ও অন্তর্ভুক্তি
- যুব উন্নয়ন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি
- সরকারি পরিষেবা

**বয়স নির্ধারণ :** বাংলাদেশের জাতীয় যুব নীতিমালা ২০১৭ অনুসারে ১৮-৩৫ বছর বয়সী ব্যাক্তিদের তরুণ হিসেবে নিধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) শ্রমশক্তি জরিপ পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৫-২৯ বছর বয়সী ব্যক্তিদের তরুণ হিসেবে বিবেচনা করে। আমাদের ইয়ুথ ম্যানিফেস্টো জরিপের বয়স ভিত্তিক সংজ্ঞায়নের জন্য আমরা ১৫-৩৫ বছর বয়সী ব্যক্তিদের তরুণ হিসেবে বিবেচনা করেছি।

**তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ:**

একটি মিক্সড মেথড অ্যাপ্রোচ তরুণদের অভিমতের বিস্তৃতি ও গভীরতা নিশ্চিত করেছে, যাতে অন্তর্ভুক্ত ছিলো :

- **অনলাইন ও অফলাইন জরিপ**
  - ১৫ -৩৫ বছর বয়সী ৩৫৯ জন তরুণ অনলাইন জরিপে অংশগ্রহণ করেন, যেটির অংশ ছিলো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র নিয়ে তৈরি একটি কাঠামোগত প্রশ্নমালা।
  - একই প্রশ্নমালা ব্যবহার করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জরিপকারীর সাহায্যে সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে দেশের ৯টি জেলা হতে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, ময়মনসিংহ, বাগেরহাট, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও বরিশাল) ২৯৯ জন তরুণের মতামত নেওয়া হয়েছে।

- **ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন**
  - ঢাকা ও চট্টগ্রামের প্রায় ৫০ জন তরুন প্রতিনিধি নিয়ে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন আয়োজন করা হয়। যেখানে উন্মুক্ত এবং গভীর আলোচনার মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

- **সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনুষ্ঠিত জরিপ**
  - বিভিন্ন জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে দ্রুত ও বিস্তৃত অংশগ্রহণ নিশ্চিতের জন্য মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে ইয়ুথ ম্যানিফেস্টো প্রস্তুত করার সময়। ফেইসবুক, টুইটার ও ইন্সটাগ্রাম থেকে ৮৬৯ জন তরুণ এতে অংশ নিয়েছেন।

অনলাইন ও অফলাইনে জরিপ কাঠামোগত প্রশ্নমালা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হতে প্রাপ্ত পরিমাণগত উপাত্ত নিয়ে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গির প্রবণতা চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যদিকে তরুণদের সূক্ষ্ম মতামত ও অন্তর্দৃষ্টি তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এফজিডি হতে প্রাপ্ত গুণগত তথ্যসমূহ সংকলন ও প্রতিলিপি করে বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র হতে প্রাপ্ত তথ্যের (অনলাইন ও অফলাইন জরিপ, এফজিডি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংগৃহীত মতামত) বিশ্বাসযোগ্যতা ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি করতে সব তথ্য একত্রে যথাযথভাবে যাচাই করা হয়েছে। এই পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর ইয়ুথ ম্যানিফেস্টোটি তৈরি করা হয়েছে।

# সংখ্যায় ইয়ুথ ম্যানিফেস্টো

**৯টি**
নীতিগত ক্ষেত্র

**১৫৬১ জন**
অংশগ্রণনকারী

**১০,০০০+**
তথ্য-উপাত্ত

**৫২টি**
জেলা

ইয়ুথ ম্যানিফেস্টো নিয়ে বিস্তারিত জানতে
কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

YPF
YOUTH POLICY FORUM
PEOPLE • POLICY • PROGRESS
• FOR A BANGLADESH BETTER SERVED •

actionaid